দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ...

থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার নিয়োগে বিভাগীয় প্রার্থীদের যোগ্যতা প্রসঙ্গে

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের গেজেটেড অফিসার ও ননগেজেটেড কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা ১৯৯৪ সালের এসআরও নং ৩৫২/৯৪, তারিখ ১৯-১২-৯৪-এর মাধ্যমে সংশোধন করা হয়। সংশোধনকালে সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫০% বিভাগীয় প্রার্থীদের (প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকা) জন্য সংরক্ষিত থাকিবে বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

গত ২৯/৯/৯৮ তারিখে পত্রিকায় সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়ে দেওয়া এক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রী চাওয়া হইয়াছে। কর্মরত প্রাথমিক শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও একই যোগ্যতা প্রযোজ্য হইবে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শুধু স্নাতক ডিগ্রী থাকিলেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। তাহাছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, যোগ্য প্রাথমিক শিক্ষক পাওয়া না গেলে বহিরাগত প্রার্থী দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য সংরক্ষিত কোটা পূরণ করা হইবে। বিষয়টি কতটা যুক্তিযুক্ত তাহা প্রশ্ন সাপেক্ষ। একদিকে নিয়োগবিধি অনুযায়ী থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার নিয়োগে বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য ৫০% কোটা নির্ধারণ ও তাহাদের যোগ্যতার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রী চাওয়া প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বেলায় স্নাতক ডিগ্রী চাওয়া সম্পূণ বৈপরীত্যমূলক। এই অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্য হইতে উক্ত পদে তাহাদের নির্ধারিত কোটা পূরণের কথা বলা মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য হইতে পারে না।

যেকোন নিয়োগবিধি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিভাগীয় প্রার্থীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য রাখা হয়। কিন্ত এ ক্ষেত্রে সে নিয়ম মানা হইতেছে না। প্রাথমিক শিক্ষকদের দ্বারাই যাহাতে তাহাদের জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ হয় সে জন্য থানা সহকারী শিক্ষা অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রেও বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করিয়া পুনরায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদানের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শামীম আরা বেগম,
সহকারী শিক্ষিকা,
উত্তর শাহপুর, নোয়াখালী